



316052 - ঋণগ্রস্ত বন্দীদেরকে যাকাত দায়ের হুকুম

প্রশ্ন

সম্প্রতি একটি সিস্টেমে চালু করা হয়েছে যার অধীনে দেউলিয়া হয়ে পড়া বন্দীদেরকে সম্পদ সঞ্চার করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। এ সিস্টেমে অধীনে যাকাতের সম্পদ দান করা কি জায়যে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

দেউলিয়া ঋণগ্রস্ত মানুষকে যাকাত দেওয়া জায়যে; তারা বন্দী হোক কিংবা বন্দী না হোক। যহেতে আল্লাহুতাআলা বলেন: “যাকাত হল কেবল ফকরি, মসিকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তারা, দাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে যারা আছে ও মুসাফরিদের জন্যে। এই হল আল্লাহর নির্ধারণিত বধিান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০]

আয়াত: الغارم অর্থ: المدين (ঋণগ্রস্ত) যদি ঋণের কারণে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। অর্থাৎ এমন কিছু না পায় যা দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। এমন ব্যক্তিকে এই পরমাণ যাকাতের মাল দেওয়া যাবে যা দিয়ে সে তার ঋণ পরিশোধ করতে পারে। এমনকি সে যদি হারাম কাজের জন্য ঋণ নিয়ে তবুও দেওয়া যাবে; যদি সে তওবা করে।

'মুনতাহাল ইরাদাত' গ্রন্থে (১/৪৫৭) বলেন: "(কিংবা) ঋণ নবি (নজিরে জন্য) কোন (বধি) কাজে (কিংবা) নজিরে জন্য ঋণ নবি (হারাম) কাজে; তবে সে এর থেকে (তাওবা) করছে এমন ব্যক্তি যদি ঋণের কারণে (দেউলিয়া হয়ে যায়)। যহেতে আল্লাহবলছেন: ঋণগ্রস্ত, [সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০][সমাপ্ত]

ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমি গ্রন্থে (৯/৪৪৫) এসছে: "যাকাতের কিছু অংশ চারটি সংস্থাগুলকে দেওয়া কি জায়যে হবে? যমেন জামইয়াতুল বরির (কল্যাণ সংস্থা) ও ইতলাকু সারাহসি সুজানা ললি হাক্কলি খাস (প্রাইভেট রাইটসের কারণে আটক বন্দীমুক্তি সংস্থা)কে? জবাব: কল্যাণ ফান্ডের ব্যাপারে কথা হল যদি জানা যায় যে, এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্তগণ তাদের কাছে যে সম্পদ আসে সেগুলো শরিয়ত সমর্থিত যাকাতের খাতগুলোতে ব্যয় করেন কিংবা যাকাতের কিছু খাতে ব্যয় করেন; যমেন ফকীর ও মসিকীনদের খাতে এবং আরও জানা যায় যে, তাদের আমানতদারতা, বিশ্বস্ততা, দ্বীনদারতা ও ভাল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং তাদের বণ্টনের ব্যাপারে আস্থা রাখা যায়— তাহলে তাদেরকে যাকাতের সম্পদ দিতে কোন অসুবিধা নাই। যাত করে তারা তাদের জানামত শরিয়ত সমর্থিত খাতে সেগুলো বণ্টন করতে পারে।



আর প্রাইভেটে রাইটসেরে বন্দীদরে ব্যাপারে কথা হল আল্লাহ্‌তাআলা নজিহে যাকাত বণ্টনেরে খাতগুলো বর্ণনা করছেন তিনি বলেন: “যাকাত হল কবেল ফকরি, মসিকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদেরে চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তারা, দাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে যারা আছে ও মুসাফরিদেরে জন্যে। এই হল আল্লাহর নরিধারতি বধিান। আল্লাহ সর্বজ্ঞে, প্রজ্ঞেময়।”[সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০]

তিনি যাকাত বণ্টনেরে খাতগুলোর মধ্যে ঋণগ্রস্তদেরেও উল্লেখ করছেন। ঋণগ্রস্ত লোকেরো দুই শ্রণীর হতে পারে। প্রথম শ্রণী: যবে ব্যক্তি পরস্পরেরে মাঝে সমঝোতা করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়েে। যবে সমঝোতার মাধ্যমে একদল মানুষেরে মাঝে সংঘটিত ফতিনার আগুনকে নতিতে পরেে। এ সমঝোতা করতে গিয়ে তিনি কিছু আর্থিক দায়বদ্ধতায় পড়ে গছেন। তিনি এই দায় এই ভবে গ্রহণ করছেন যবে, মুসলমানদেরে যাকাত থেকে সটো পরশিোধ করবনে। এ শ্রণীর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে তিনি যা ঋণ করছেন সটো যাকাত থেকে দেওয়া যাবে; এমনকি তিনি যদি ধনী হন তবুও।

দ্বিতীয় শ্রণী: যবে ব্যক্তি নিজেরে হালাল কাজেরে স্বার্থে ঋণগ্রস্ত হয়েে। যমেন যবে ব্যক্তি নিজেরে ভরণপোষণেরে খরচ ও অধীনস্থদেরে ভরণপোষণেরে খরচ চালানোর জন্য ঋণ করছেন কথিবা তার উপর কিছু আর্থিক দায় আবশ্যিক হয়েে; কোন জুলুম ও সীমালঙ্ঘন এ দায়বদ্ধতার কারণ নয়— তাহলে এমন ব্যক্তিকে তার ঋণ পরশিোধ করার জন্য যাকাতেরে মাল দেওয়া যাবে।

আল্লাহ্‌ই তাওফিকিদাতা। আমাদেরে নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীবর্গেরে প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।

আল-লাজনা দায়মি ললি বুলুছলি ইলময়িয়া ওয়াল ইফতা।

সদস্য: আব্দুল্লাহ্‌বনি মানী'

সদস্য: আব্দুল্লাহ্‌বনি গুদইয়ান

কমটির সহ-সভাপতি: আব্দুর রাজ্জাক আফফি

সভাপতি: ইব্রাহিম বনি মুহাম্মদ আলে শাইখ

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞে।